23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 8

যুগান্তর

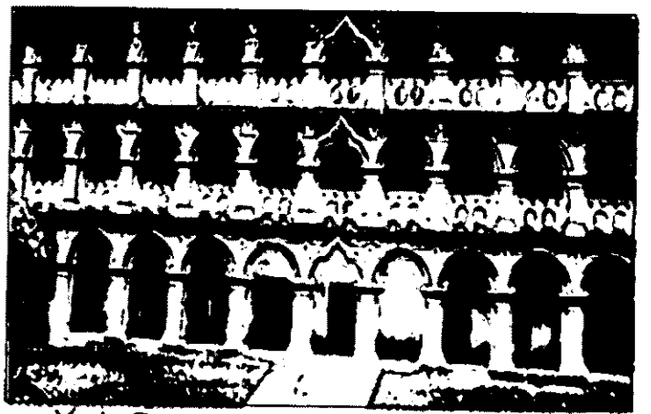

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

আধুনিক বিশ্বে মাদরাসা পড়ুয়াদের প্রবেশাধিকার নেই

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কওমী মাদরাসাগুলোর শিক্ষাবর্ষের শুরুটা হয় কিছুটা বৈচিত্র্য নিয়ে। প্রথম ক্লাস শুরুর আগে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত কোন আলেম বা বুযুর্গকে মাদরাসার উদ্বোধনী 'সবকে' নিমন্ত্রণ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি এসে যে দিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'সবক' উদ্বোধন করেন এর পরদিন থেকেই পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে সাধারণত হাদিসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস থেকে আমন্ত্রিত অতিথি পাঠদান করে থাকেন। ছাত্ররা যাতে সেই সর্ব শ্রদ্ধেয় অতিথির এই সামান্য পাঠদানের অফুরন্ত বরকতে আপ্লুত হয়ে তাদের শিক্ষাবর্ষটি সর্বাঙ্গীণ করতে পারেন এ উদ্দেশ্য নিয়েই এসব আনুষ্ঠানিকতা করা হয়। বছর ছয়েক আগে এমন একটি মহতী অনুষ্ঠানে আমরা কয়েকজন শরিক ছিলাম। বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন আলেম সেখানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হলো, সামনে উপবিষ্ট ছাত্রদের একটি হাদীস থেকে খানিক পড়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন 'ফড়'। ছাত্রদের কেউ একজন পড়তে শুরু করলেন। সেখানে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দুজন সচিবও উপস্থিত ছিলেন। তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট কুঞ্চন দেখা গেল কিন্তু সেখানকার কয়েকশ ছাত্র আর অর্ধশতক শিক্ষক মহোদয়ের চোখে-মুখে 'ফড়'-এর মোবারক ধ্বনির তৃপ্তির ছাপ। যেন এই বুযুর্গের বা আধ্যাত্মিক উপস্থিতির শান্ত সমাহিত ভাব তাদের সবাইকে মুগ্ধ করছিল। কিন্তু মাদরাসার বাইরের আমন্ত্রিত অতিথিরা হয়তো ভাবছিলেন যে 'ফড়'টা আবার কোন ভাষা হল। বিশেষ কোন অঞ্চলের ভাষাভাষিকে বা নির্দিষ্ট কোন মাদরাসার ভাবমূর্তিকে খাটো করার জন্য আমি এই উদাহরণ টানছি না। আমাদের দেশের কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাহীন দৈন্যদশার কথা বুঝানোর জন্যই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। সুধীজনের এত বড় একটি অভিজাত অনুষ্ঠানে যদি এমনতর ভাষা প্রয়োগ হতে পারে তবে সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ভাষা মাধ্যমটি যে কতটুকু গুরুত্ব পায় তা বলাই বাহুল্য। অথচ রাসূল (সঃ)-এর শিক্ষা ছিল সুন্দর-শ্রুতিমধুর ভাষায় এবং পরিমার্জিত সাজে নিজেকে সবার সামনে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে শ্রোতা ও দর্শকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) যেহেতু বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষকরূপে এসেছিলেন তাই তিনি তার কথায় কখনও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তো দূরের কথা বাক্যের ছন্দপতনও ঘটাতেন না। শুধু তিনি কেন তাঁর সাহাবাও যখন কিছু বলতেন শ্রোতারা তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শুনত। অথচ যেখানে তারই আদর্শের জীবন্ত ছাঁচে ছাত্র গড়া হয় বলে আমরা জানি সেখানে মহানবীর (সাঃ) এই শিক্ষার প্রতিফলন তো মোটেও দেখা যায় না। যে কারণে বাংলা ভাষায় তো বটেই যে আরবি বা উর্দু মাধ্যমে মাদরাসাগুলোতে পাঠদান করা হয় তাতেও হাতেগোনা দু'একজন ছাড়া কেউ সাধারণ ভাষাশৈলীতে শিখতে পারে না। আর দেখুন রাসূল (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কেরাম মাতৃভাষায় তো বটেই যায়েদ ইবনে সাবিতসহ (রাঃ) বেশ কয়েকজন সাহাবী তদানীন্তন বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষাতেও অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শের খাঁটি অনুসারী হওয়ার দাবিদাররা আজ যেন এই শিক্ষা ভুলে যেতে পারলেই বাঁচেন। একজন দাওরায়ে হাদীস (সর্বোচ্চ শ্রেণী) পাস করা ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় চৌদ্দ-পনের বছর ব্যয় করে আপনি যে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন এর লক্ষ্যটা কি? নিশ্চিতভাবে তিনি উত্তর করবেন 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ মতো জীবনযাপন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা অর্জন করা'। কিন্তু আপনি একাই এই সফলতা অর্জন করলে কি বিশ্বে শান্তি আসবে? আপনার অর্জিত শিক্ষা তো সারা বিশ্বের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য আপনার শিক্ষাগত প্রস্তুতি কি? আমি শতভাগ নিশ্চিত এর সদুত্তর মাদরাসার শিক্ষায় শিক্ষিত পঁচানব্বই জনই দিতে পারবেন না। এর সদুত্তরের যথেষ্ট উপাত্ত মাদরাসা শিক্ষায় থাকলেও শুধু পদ্ধতিগত আদি রীতিনীতি আঁকড়ে থাকার কারণে আজকেও তা আয়ত্ত করে বেরোতে পারে না। এজন্যই আধুনিক বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তিনীতি যে কোন অঙ্গনেই হোক মাদরাসায় পড়ুয়াদের যেন কোথাও প্রবেশাধিকার নেই। আজ তো তাদের হাতেই সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা ছিল। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের এমন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলেন যে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে বিশ্ববাসী বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখল সভ্যতা ও আধুনিকতা থেকে সহস্র বছরের দূরের একটি জাতি কিভাবে জাগতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহামহিম শক্তি আভায় উন্নতির শীর্ষচূড়ায় বিচরণ করছে। চারিত্রিক নির্মলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্য-মৈত্রের আত্মিক গভীরতা ও ভক্তিরসের নিবিড়তার মতো বহু গুণে তিনি তার ছাত্রদের উচ্চকিত করেছিলেন। এজন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন- 'যদি কালো কুশ্রী হাবশী কাফ্রি দাসকেও তোমাদের নেতা বা শাসক নিযুক্ত করা হয় তবে তার প্রতিই তোমরা নিঃশর্ত আনুগত্য দেখিয়ো'। হাজার হাজার অভিজাত আরবের মধ্য থেকে তিনি একজন দাসপুত্র উসামাকে (রাঃ) এক অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। আবুবকর ও উমর (রাঃ)সহ সর্বমান্য অনেক সাহাবাই তখন হাসিমুখে তার অধীনতা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বুয়াতের যুদ্ধে যখন পারসিকদের এক লাখ সৈন্যের বিশাল বহর মাত্র কয়েক হাজার মুসলমানের হাতে কচুকাটা হয়েছিল তখন ইতিহাস বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম জিজ্ঞেস করেছিল সেদিনের এই আরব বেদুইনের মুষ্টিমেয় কয়েক হাজারের হাতে এত বড় বিশাল বাহিনীর পরাজয় কিভাবে সম্ভব? তাদের শক্তির রহস্যটা কি? বলা হয়েছিল, নেতার প্রতি আনুগত্য, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব ও দৃঢ় ঐক্য, নির্মল চরিত্র এবং তাদের ধর্মের প্রতি পাহাড়সম অটল বিশ্বাস- এই গুণগুলোই তাদের শক্তি। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি, কালো, কুশ্রী হাবশী তো দূরের কথা একজন আলেমের সঙ্গে যদি আরেকজন আলেমের মতের অমিল হয় তাহলে একজনের চেহারা দর্শন আরেকজনের জন্য যেন গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই আজ আমরা এক আল্লাহর বান্দা ও এক কাবার পথিক হয়ে শত সহস্র দলে বিভক্ত হয়ে একটি নির্জীব আত্মমর্যাদাবোধহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের শীর্ষস্থানীয় উলামারা যেন সেই প্রস্তর যুগে ফিরে গেছেন। সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ আর সস্তা স্বার্থ চরিতার্থের দ্বন্দ্বেই তাদের আজ আমরা অহর্নিশি ভুগতে দেখি। দুশমন চারদিক থেকে আমাদের টুটি চেপে ধরেছে। কিন্তু আমাদের মান্যবর আলেমগণ, ইমাম, খতীব ও মুহতামিমগণ প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গান গেয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। এই যে ইরাককে ইসলামের মানবতার এবং সভ্যতার সম্মিলিত শত্রুজোট দখল করে নিল, ফিলিস্তিনিদের তাদের গোলাবারুদ পরীক্ষার গিনিপিগ বানাল, পুরো আরব বিশ্বকে তাদের ইচ্ছাদাসে পরিণত করল এর প্রতিবাদে আমাদের মাদরাসার নেতৃস্থানীয়রা কিছু বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া আর কি করেছেন? দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরও কি তাদের মধ্যে জাগৃতি এসেছে? এখনও যেন তারা ভোরের আলো ফুটল কিনা তা দেখার জন্য কম্বলের ভেতর থেকে মাথা বের করে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। এর কারণ কি এই নয় যে, আমাদের মাদরাসা শিক্ষায় আজ সুন্নতে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ নেই? আমরা তো আজ রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজেদের আদি মানসিকতার বিবরে নিমজ্জিত হয়ে আছি। ইমামতি আর মাদরাসা পড়ানোর বৃত্তি গ্রহণ করেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছি বলে আত্মতুষ্টিতে ভুগছি। আমরা বুঝতে চাচ্ছি না যে, মাদরাসায় পড়ে দেশের ক্ষুদ্র একটি অংশই কেবল সাদামাটাভাবে ধর্মীয় শিক্ষা পাচ্ছে। এই শক্তিহীন সামান্য কয়েকজনের অনাধুনিক, অগভীর এবং অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আলো নিয়ে কি দেশের বিপুল অংশকে কখনও আলোড়িত করা যাবে। জানি না আমরা কেন নিজেদের রাসূল (সাঃ)-এর যোগ্য ওয়ারিশ বা উত্তরসূরি মনে করি! হায়! আজ যদি মাদরাসাগুলোতে নববী শিক্ষার সঠিক বাস্তবায়ন থাকত। আহা যদি বহু ভাষা ও বহু বিষয় বিন্যাসের বৈচিত্র্যে মাদরাসা শিক্ষা প্রণীত হতো, মাদরাসা পড়ুয়াদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার এবং অকপট চরিত্রমাধুর্যের ঔজ্জ্বল্য থাকত তবে তাদেরই আজ বিশ্ব নেতৃত্বে অগ্রণী দেখা যেত। পৃথিবীর কোন সুপার পাওয়ারই মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারত না। সত্য, সুন্দর আর ঈমানের সতেজ আলোকচ্ছটায় আঁধারচারীরা পুড়ে মরত।